শেখ হাসিনার নির্দেশ

জলবায়ু সহিষ্ণু
বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম
ডাইকট শাখা

বিষয়ঃ বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ অনুযায়ী সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' বিষয়ে অংশীজনদের সাথে অনলাইন কর্মশালার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	সঞ্জয় কুমার ভৌমিক অতিরিক্ত সচিব ও পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	০১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ১০:৩০ ঘটিকা
স্থান	'Zoom App' ভার্চুয়াল মাধ্যম।
উপস্থিতি	উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট-"ক" ।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ এর আওতায় সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে **'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি'** বিষয়ে অংশীজনদের সাথে অনুষ্ঠিত কর্মশালা/মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। উপস্থিত সকলের পরিচয় পর্বের শেষে সভাপতির অনুমতিক্রমে উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব নাইমুর রহমান হারবেরিয়ামের **'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি'** বিষয়ক কার্যক্রম সভায় বিস্তারিত উপস্থাপন করেন এবং তদসংগে হারবেরিয়ামের সেবা ও অন্যান্য বিষয়ে তথ্য হারবেরিয়ামের নিজস্ব ওয়েবসাইটে দেয়া আছে জানিয়ে তিনি হারবেরিয়াম কর্তৃক প্রণীত সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সকলের মতামত প্রদানের আহবান জানান।

২.০ আলোচনাঃ

২.১ শুরুতেই আলোচনায় অংশ নিয়ে জনাব শারমীন সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা হারবেরিয়ামের **'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি'** বিষয়ক কার্যক্রম নিয়ে অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজনকে সাধুবাদ জানান। হারবেরিয়ামের বর্তমান সেবাসমূহের পাশাপাশি আরো আধুনিক সেবা চালু করার পরামর্শ দেন। হারবেরিয়ামের স্বকীয়তা খর্ব না করে হারবেরিয়াম শীট ডিজিটালাইজড করার মাধ্যমে অনলাইন সেবা প্রদান করা হলে সেবাগ্রহীতাগণ দ্রুত সময়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন বলে তিনি জানান।

২.২ এরপর বাংলাদেশ প্লান্ট নার্সারিম্যান সোসাইটির জয়েন্ট সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার জনাব মো: গোলাম হায়দার হারবেরিয়ামের **'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি'** বিষয়ক কার্যক্রম নিয়ে অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ায় ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জাতীয় বৃক্ষমেলায় স্টল সমূহকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নম্বর প্রদান করা হয়। বিলুপ্তপ্রায়, বিরল প্রজাতি ইত্যাদি সম্পর্কে তেমন ধারণা না থাকায় নার্সারি মালিক গণ এসব ক্যাটাগরিতে পিছিয়ে থাকেন। তাছাড়া বাংলাদেশে প্রায় ২৫,০০০ নার্সারি রয়েছে এবং এই বৃহৎ শিল্প হতে দেশের প্রায় ৮৫% চারা কলম উৎপাদন হয়। তাই বাংলাদেশের নিজস্ব, বিরল, হুমকির সম্মুখীন ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতি চারা তৈরি করে তা সংরক্ষণে নার্সারিম্যানরা বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি এসব প্রজাতি চেনার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের সহযোগিতা কামনা করেন এবং প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের আয়োজনের অনুরোধ করেন।

২.৩ সরকারি তিতুমীর কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, জনাব উম্মে হাবিবা বলেন উদ্ভিদবিজ্ঞান অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে হারবেরিয়াম বিষয়টি সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত কাজেই শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের জন্য হারবেরিয়াম পরিদর্শনের বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীদের হারবেরিয়াম পরিদর্শনে সময়ে হারবেরিয়াম টেকনিক প্রশিক্ষণ পেলে তাদের জ্ঞানের পূর্ণতা পায়। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশী হওয়ায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সময় একবারে অধিক

শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিলে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ভালোভাবে বুঝতে পারে না তথা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তিনি এ ব্যাপারে হারবেরিয়াম কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২.৪ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহবুব ইসলাম, কৃষি উদ্ভিদ বিভাগ, শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, হারবেরিয়ামের **'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি'** বিষয়ক কার্যক্রম নিয়ে অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি হারবেরিয়াম শীট সমূহ দিয়ে ডিজিটাল ডিসপ্লে সেন্টার তৈরি করে ওয়েবসাইটে দেয়ার পরামর্শ দেন। এছাড়া তিনি হারবাল মেডিসিন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কতৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

২.৫ অধ্যাপক ড. মো: আশরাফুজ্জামান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,ময়মনসিংহ **'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি'** বিষয়ক কার্যক্রম নিয়ে অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ায় ধন্যবাদ জানান। তিনি বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদপ্রজাতি রক্ষণাবেক্ষণে নার্সারিম্যানদের প্রশিক্ষণ ও ছবি সরবরাহ করার পরামর্শ দেন। তিনি এনসাইক্লোপিডিয়া ও অন্যান্য পুস্তক সমূহে প্রতি বছর বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় সহ অন্যান্য উদ্ভিদের সাম্প্রতিক তথ্য সংযোজন খুবই প্রয়োজন বলে মনে করেন। তিনি হারবেরিয়ামের কাজের স্বচ্ছতার প্রশংসা করেন এবং বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনের আহ্বান জানান।

২.৬ এছাড়া আলোচনায় অংশ নিয়ে হারবেরিয়ামের কর্মশালায় নতুন অংশগ্রহণ করে সহকারি অধ্যাপক জনাব গুলশান আরা রশীদ, প্রভাষক জনাব জনাব মো: মোসলেম উদ্দিন এবং জনাব রুবেল আহমেদ সকলেই সেবা সম্বন্ধে জেনে শিক্ষার্থীদের পরিদর্শনে আনার আশা ব্যক্ত করেন।

২.৭ আলোচনার এ পর্যায়ে হারবেরিয়ামের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সরদার নাসির উদ্দিন সভাকে জানান যে, পরিচালক মহোদয় ইতোমধ্যে যে চলমান "বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদপ্রজাতি জরিপ" প্রকল্পের কথা বলেছেন তা বাস্তবায়িত হলে বরিশাল ও সিলেট বিভাগ এর উদ্ভিদপ্রজাতি সংখ্যা, তাদের কাজ, বর্তমান অবস্থা, বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের বর্ণণাসহ ০২ (দুই) খন্ড পুস্তক প্রকাশিত হবে এবং সকল তথ্য ওয়েবসাইট এ প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি সংগ্রহীত নমুনা সমূহ হারবেরিয়ামে সংরক্ষণ করা হবে, ফলে হারবেরিয়াম মিউজিয়াম আরও সমৃদ্ধ হবে। এছাড়া দেশের সকল বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহকে চিহ্নিত করা এবং ভিনদেশী আগ্রাসী উদ্ভিদের নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের 'টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল)' প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২৩ মেয়াদে ন্যাশনাল হারবেরিয়াম 'প্লান্ট রেড লিস্ট ইনডেক্স তৈরী এবং আইএএস ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন' শীর্ষক দুটি গবেষণাধর্মী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যার মাধ্যমে বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও ভিনদেশী আগ্রাসী উদ্ভিদের আপডেট তথ্যসমূহ জানা সম্ভব হবে। ইন্জিনিয়ার জনাব মো: গোলাম হায়দারের কথার সাথে একমত প্রকাশ করে তিনি জানান বিরল ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতি সম্পর্কে অবহিতকরণে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে তবে সংখ্যা কমে যাচ্ছে বা সংরক্ষণ প্রয়োজন এমন উদ্ভিদ প্রজাতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহবুব ইসলামের কথা প্রসঙ্গে তিনি জানান বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট ঔষধি ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ নিয়ে কাজ করছে এবং এর চাষাবাদ ও ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করছে। তাছাড়াও বিশেষ চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কতৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে পারে। ডিজিটাল হারবেরিয়ামের কাজ চলমান রয়েছে এবং চলমান প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত হলে সাম্প্রতিক তথ্য আপডেট সহ ডাটা গ্যাপ পূরণ হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। তিনি আরও অবগতির জন্য বলেন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের মোবাইল এপস্ চালু রয়েছে এর মাধ্যমে এবং সরাসরি যোগাযোগ করে হারবেরিয়াম থেকে দেশীয় উদ্ভিদ সনাক্তকরণ সেবা গ্রহণ করা যাবে।

২.৮ আলোচনার এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয়, সভায় অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সকল অংশীজনদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সমূহে উদ্ভিদবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে হারবেরিয়াম পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, এই এলাকায় পাশাপাশি জাতীয় চিড়িয়াখানা, জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান ও জাতীয় হারবেরিয়াম অবস্থিত বলে শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে তিনটি ভিন্ন আনন্দ উপভোগ ও জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাবে। তিনি জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে শিক্ষার্থীদের প্রবেশ ফি মওকুফের বিষয়টি নিয়ে প্রধান বন সংরক্ষকের সাথে কথা বলবেন বলে জানান। এবিষয়ে এবং হারবেরিয়ামের অন্যান্য সেবাসমূহ প্রাপ্তির যোগাযোগের জন্য ওয়েব সাইটে আবেদন ফরম ও নির্দেশাবলী রয়েছে বলে জানান। সভাপতি মহোদয় আজকের সভার অংশীজনদের আলোচিত সকল বিষয় বিবেচনা করা হবে বলে জানান।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কতৃপক্ষের আওতার বাইরের বিষয়গুলো প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করার আশ্বাস প্রদান করেন।

৩.০ সভার বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়:

৩.১ হারবেরিয়াম প্রদত্ব সেবাসমূহ বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের এবং জনসাধারণকে জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.২ হারবেরিয়াম টেকনিক বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সময় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০ জনের বেশী হলে ভাগ করে আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৩.২ সংখ্যা কমে যাচ্ছে বা সংরক্ষণ প্রয়োজন এমন দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতি সমূহ পরিচয় তুলে ধরার পদ্ধতি বা প্রশিক্ষণের সম্ভাব্যতা যাচাই নিয়ে অভ্যন্তরীণ সভায় আলোচনা করা হবে।

৪.০ পরিশেষে অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে মতবিনিময় কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সঞ্জয় কুমার ভৌমিক
অতিরিক্ত সচিব ও পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২২.০৫.০০০০.০১০.০৬.০০৩.২০.১৯

তারিখ: ১ পৌষ ১৪২৯
১৬ ডিসেম্বর ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (সিচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহবুব ইসলাম , অধ্যাপক, কৃষি উদ্ভিদ বিভাগ, শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৩) অধ্যাপক ড. মোঃ আশ্রাফুজ্জামান, অধ্যাপক, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

৪) ড. পাপিয়া সুলতানা , সহযোগী অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, শহীদ স্মৃতি সরকারি কলেজ, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

৫) জনাব উম্মে হাবিবা , সহকারী অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা

৬) জনাব সারমিন সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

৭) জনাব গুলশান আরা রশীদ, সহকারি অধ্যাপক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, ইউনিভারসিটি উইমেন ফেডারেশন কলেজ, ধানমন্ডি ঢাকা।

৮) জনাব মো: মোসলেম উদ্দিন , প্রভাষক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৯) জনাব রুবেল আহমেদ , প্রভাষক, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, মণিপুর কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।

১০) জনাব সোহেলা সরকার, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা, জাতিয় উদ্ভিদ উদ্যান, মিরপুর, ঢাকা।

১১) ইঞ্জিনিয়ার মো: গোলাম হায়দার, জয়েন্ট সেক্রেটারি, বাংলাদেশ প্লান্ট নার্সারিম্যান সোসাইটি

১২) উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুটিন দায়িত্ব), ডাইকট শাখা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

১৩) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, গবেষণা ও পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

১৪) প্রোগ্রামার, ডকুমেন্টেশন শাখা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

১৫) উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুটিন দায়িত্ব), গবেষণা শাখা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

১৬) উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুটিন দায়িত্ব), মনোকট শাখা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

১৭) উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুটিন দায়িত্ব), এথনোবোটানী ও ইকোনমিক শাখা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

১৮) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুটিন দায়িত্ব), ক্রিপটোগ্যামিক শাখা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

১৯) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুটিন দায়িত্ব), মনোকট শাখা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

২০) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুটিন দায়িত্ব), ডাইকট শাখা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

ড. মাহবুবা সুলতানা

উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (রুটিন দায়িত্ব)